40

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ইউনিসেফের রিপোর্টে বাংলাদেশ

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনিসেফের বার্ষিক রিপোর্ট '৯৬ থেকে জানা গেছে বাংলাদেশ '৯৫ সালের জন্য নির্ধারিত টার্গেটসমূহ পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে বিগত পাঁচ বছর ধরে সাধারণভাবে অপুষ্টির হার ২% হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও লক্ষ্যে পৌছতে বাংলাদেশের সাফল্য একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে পাঁচ বছর আগের ১১ ভাগ অপুষ্টি হার গত বছরের মধ্যে ৯ ভাগে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। একইভাবে প্রসূতি মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের পরে অর্ধেকে হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সাল প্রসূতি মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছিল ৪·৭৮ । ১৯৯৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪·৪৭। অর্জন যৎসামান্য। আয়োডাইজড লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল ১৮০ ভাগ ব্যবহার। কিন্তু বাস্তবে অর্জিত হয়েছে মাত্র ৪৪ ভাগ। ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে ওরাল ডিহাইড্রেশন থেরাপির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে '৯৫ সালে লক্ষ্য ছিল ৮০ ভাগ, কিন্তু অর্জিত হয়েছে মাত্র ৬৬ ভাগ।

ইউনিসেফের উল্লিখিত রিপোর্টেই আছে যে, শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন; শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হাসপাতাল তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখ করার মতো হয়েছে। অথচ অপুষ্টি, প্রসূতি মৃত্যুহার কমানো এবং আয়োডাইজড লবণ ব্যবহারের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য হয়েছে ন্যূনতম।

আমরা মনে করি ব্যাপারটি সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের ভেবে দেখা উচিত। এখানে কতগুলো প্রশ্ন ভেবে দেখবার মতো। একটি হচ্ছে, কেন কতগুলো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করলেও সম্পর্কিত অন্য কয়েকটি বিষয়ে ব্যর্থ হলো?

অপুষ্টির হার হ্রাসের সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নটিও জড়িত। এক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন হারটি সরকার ও নীতিনির্ধারকদের বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যদিকে প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাসের সঙ্গে অপুষ্টির হার হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান হারে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপও জড়িত। আবার ঘরে ঘরে আয়োডাইজড লবণ ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করতে হলে, একদিকে যেমন আয়োডাইজড লবণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের সচেতনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; অন্যদিকে প্রয়োজনমতো আয়োডাইজড লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। একই সঙ্গে বাজার থেকে ক্রমান্বয়ে নন-আয়োডাইজড লবণ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াও জোরদার করা প্রয়োজন।

আসলে যেটা প্রয়োজন ঃ অপুষ্টির হার এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, শিক্ষা, গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। সকল পর্যায়ে শিক্ষার বিস্তার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনানীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে তা কার্যকর করার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যেন সব কয়'টি ক্ষেত্রেই সমান্তরাল এবং সমহারে সাফল্য অর্জন করা যায়। তাহলেই অপুষ্টি বা প্রসূতি মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর মতো জটিল সামাজিক ক্ষতগুলোকে ধীরে ধীরে কমানো সম্ভব। শুধু শ্লোগান এবং প্রচার-প্রকাশনার মধ্যেই এর সাফল্য নিহিত নেই।